সমকাল

তারিখ 08 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষা বোর্ডের ই-সেবা

একরামুল হক শামীম

অন্যদৃষ্টি

তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে বেশি সুবিধা বোধহয় নিতে পারছে দেশের শিক্ষা খাত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার সুবিধা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। কমে গেছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। আগে যেখানে কাজ সম্পন্ন করতে কয়েক কর্মদিবস বিভিন্ন অফিসে ঘুরে বেড়াতে হতো, সেখানে এখন ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেট বিস্তারের কারণেই এমনটা সম্ভব হচ্ছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলছে। এর ফলে সামনে ই-সেবার আরও বিস্তার ঘটবে বলে ধারণা করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, নীতিমালা, সার্কুলার-প্রজ্ঞাপন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্টারনেটের সুবিধা গ্রহণ করে ২৩ হাজার ৩০০টি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু হয়েছে। এসবই অগ্রগতির গল্প।

শিক্ষা বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রম উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রক্রিয়া আরও সহজতর হলো। ৬ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোর্ডগুলো দেশের প্রায় ৩০ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার নামে সাবডোমেইন তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে এই ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি হলো। শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইটের সঙ্গে এই সাবওয়েবসাইটগুলোর লিংক রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে 'ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট' নামে একটি লিংক রয়েছে। সেখানে ক্লিক করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যাওয়া সম্ভব। এই ই-সেবার বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই ওয়েবসাইটে তাদের নোটিশ, সংবাদ, ছবি, শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংযুক্ত করতে পারবে। এ ছাড়া ইলেকট্রনিক স্টুডেন্টস ইনফরমেশন ফর্ম (ইএসআইএফ), ইলেকট্রনিক ফর্ম ফিলাপ (ইএফএফ), ইলেকট্রনিক ইনস্টিটিউট ইনফরমেশন (ইআইআইএফ), ইলেকট্রনিক টিচার্স ইনফরমেশন (ইটিআইএফ), ই-ড্রাফট, ইএএফ, ই-অ্যাটেনডেন্সসহ সবই এখন অনলাইনে করা সম্ভব হবে। অথচ আগে এই কাজগুলো করতে বেশ কয়েকবার শিক্ষা বোর্ডে যাতায়াত করতে হতো।

শিক্ষা বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রমের অধীন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের কমন ডিজাইন রয়েছে। মেন্যুগুলো হলো- 'আমাদের তথ্য, কার্যাবলি, একাডেমিক রেকর্ড, ক্রিয়াকলাপ, ফটো গ্যালারি এবং যোগাযোগ। আমাদের তথ্য অংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, প্রধান শিক্ষকের বাণী, কমিটি, জনবল, সম্পদ বিষয়ে তথ্য থাকবে। কার্যাবলি অংশে পরীক্ষার রুটিন, ক্লাস রুটিন, পাঠ টীকা, উপস্থিতি, প্রকাশনা, সহপাঠ ক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে তথ্য থাকবে। একাডেমিক রেকর্ড অংশে সাময়িক পরীক্ষা, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, কুইজ টেস্ট, পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য থাকবে। ক্রিয়াকলাপ অংশে বার্ষিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা সফর, ক্রীড়া, ক্লাব, ছুটি, শিক্ষা পত্রিকা সম্পর্কে তথ্য থাকবে। ফটো গ্যালারিতে থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি। এত সব তথ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যুক্ত এবং নিয়মিত আপডেট করতে পারলে তা নিঃসন্দেহে দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন সাধিত করবে।

ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য সংযুক্তির ওপর নির্ভর করবে শিক্ষা বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রমের সফলতা। দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ শিক্ষক নেই। প্রয়োজনে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি ওয়েবসাইটগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলাদা দক্ষ ব্যক্তির নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। ইতিবাচক ব্যাপার হলো, প্রতিটি ওয়েবসাইটের সঙ্গে ওয়েবসাইট পরিচালনার ম্যানুয়াল রয়েছে। এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট সহজেই পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ই-সেবা কার্যক্রম বড় রকমের সুযোগ। এই সুযোগের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।